তারিখ: ২৫-০৩-২০২০

মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে
জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের

মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর-এর বাণী

অগ্নিঝরা মার্চ বাঙালির স্বাধীনতার মাস। আনন্দ-বেদনা, সংগ্রাম- সাফল্যের মহকাব্য যেদিন থেকে চিরকালের জন্য বইতে শুরু করল বাঙালির বুকে, মহান সেই স্বাধীনতা দিবসের ৪৯তম বার্ষিকী ২৬ মার্চ ২০২০। আর এক বছর পরেই স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন করবো আমরা।

স্বাধীনতার ঘোষণা ও মুক্তিযুদ্ধের সূচনার এই সময়টি জাতি নিবিড় আবেগের সঙ্গে স্মরণ করে। তাই দিবসটি উপলক্ষে আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। শ্রদ্ধা জানাই জাতীয় চার নেতাকে, মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহীদ এবং দুই লাখ নির্যাতিত মা-বোনদের যাঁদের সর্বোচ্চ আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে আমাদের মহান স্বাধীনতা। যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা এবং শহীদ পরিবারের সদস্যসহ স্বাধীনতা দিবসের এই দিনে বাঙালি জাতি বিনম্র শ্রদ্ধা ও গভীর কৃতজ্ঞতায় স্মরণ করবে দেশমাতৃকার জন্য আত্মদান করা বীর সন্তানদের।

স্বাধীনতা দিবস আমাদের সামনে এগিয়ে যাওয়ার অনুপ্রেরণা। স্বাধিকারের দাবিতে জেগে ওঠা নিরীহ বাঙালির ওপর একাত্তরের ২৫ মার্চ কালরাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী চালিয়েছিল ইতিহাসের নির্মম হত্যাযজ্ঞ। সেই মৃত্যুর বিভীষিকাময় উপত্যকা থেকে এক হয়ে ২৬ মার্চ মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল দেশের মানুষ। জাতির জনকের স্বাধীনতার ঘোষণা দিশেহারা বাঙালিকে দিয়েছিল মুক্তির দিশা।

মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্ন ছিল বিশাল। বাঙালি একটি স্বাধীন রাষ্ট্র চেয়েছিল। চেয়েছিল এমন একটি রাষ্ট্র, যা প্রতিষ্ঠিত হবে কিছু আদর্শের ভিত্তির ওপর। স্বাধীনতা দিবস আবার এসেছে অনেক রক্তের বিনিময়ে অর্জিত সেসব আদর্শের দিকে ফিরে তাকানোর দাবি নিয়ে।

৩০ লাখ শহীদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতাকে অর্থবহ করতে দল- মত নির্বিশেষে সবাইকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। এ অর্জনকে অর্থপূর্ণ করতে সবাইকে মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস জানতে হবে। স্বাধীনতার চেতনাকে ধারণ করতে হবে, প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে পৌঁছে দিতে হবে।

আপনারা জানেন জাতির পিতার জন্ম শতবার্ষিকী ছিলো গত ১৭ মার্চ। সেদিন থেকে শুরু হয়েছে বহুল প্রত্যাশিত মুজিব বর্ষ। তাই এ বছর স্বাধীনতা দিবসকে কেন্দ্র করে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় পরিবার বিভিন্ন অনুষ্ঠানমালা আয়োজনের কর্মসূচি হাতে নেয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে করোনা ভাইরাসের বৈশ্বিক দুর্যোগের কারণে দেশের রাষ্ট্রীয় নির্দেশনাকে সম্মান জানিয়ে সেসব কর্মসুচিগুলোকে সংক্ষিপ্ত কলেবরে করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। কিন্তু সময়ের পরিক্রমায় পরিস্থিতি পর্যালোচনায় করোনা ভাইরাসের কারণে এবার স্বাধীনতা পদক প্রদান অনুষ্ঠানসহ ২৫ ও ২৬ মার্চের আনুষ্ঠানিকতা সরকার বাতিল করেছে। তাই রাষ্ট্রীয় নির্দেশনা অনুসারে আমরাও আমাদের গৃহীত সংক্ষিপ্ত কলেবরের কর্মসূচিগুলো স্থগিত করেছি।

বরং সমগ্র বিশ্বে মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়া করোনা ভাইরাসের কবল থেকে আমরা যেন দ্রুত মুক্তি লাভ করি মহান সৃষ্টিকর্তার দরবারে এখন সেটাই প্রার্থনা করি। আশা করি আমাদের সবার সম্মিলিত চেষ্টায় এই ভাইরাসকে মোকাবিলায় সফলকাম হব।

আমি আমাদের মহান প্রতিষ্ঠান জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের পক্ষ হতে আপনাদের সবাইকে মুজিব বর্ষের এবং ৪৯তম স্বাধীনতা দিবসের সালাম এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। খোদা হাফেজ। বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। আমাদের মহান প্রতিষ্ঠান জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় চিরজীবী হোক।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

স্বাক্ষরিত

(প্রফেসর ড. এ এইচ এম মোস্তাফিজুর রহমান)
ভাইস-চ্যান্সেলর
জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়
ত্রিশাল, ময়মনসিংহ